ভোটার তালিকা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে নেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, বারাসত: লোকসভা ভোটের আগে হাবড়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়া নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান। দলীয় কর্মসূচিতে তাঁর এই বক্তব্যের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদারের জন্মদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সেই উপলক্ষে হাবড়ার ১ নম্বর ব্লকের পৃথিবা এলাকায় একটি দলীয় কর্মসূচির আয়োজন হয়। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান রত্না বিশ্বাস বলেন, ‘‘তিন মাস পরই লোকসভা নির্বাচন। ভোটার লিস্টের কাজ চলছে। জাকিরদার নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি লোক বসবাস করেন। জাকিরদা লিঙ্কটা ভাল করতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন যদি তাঁদের ভোটার লিস্টে নাম তুলতে লিঙ্কের কোনও সমস্যা হয় তা হলে জাকিরদার এই অফিসে এসে যোগাযোগ করবেন। এই কাজটা অতি দ্রুত করবেন। আমরা চাই না একটি ভোটও বাইরে পড়ুক।’’ এই বক্তব্যে জাকির বলে যার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তিনি হাবড়া ১ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি। তিনিও এই বক্তব্যের সময় উপস্থিত ছিলেন। রত্না বিশ্বাসের এই মন্তব্যকে তিনি অবশ্য মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে বলে বিষয়টি হালকা করেছেন। এ বিষয়ে অযথা জলঘোলা করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও এদিন সাফাই দেন তৃণমূল নেতা জাকির হোসেন। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের এলাকায় বেশিরভাগ বাসিন্দাই ১৯৬০-৬৫ সালের পর ওপার বাংলা এসে বসবাস করছেন। ৯০ সালের আগে ভোটার লিস্টে নাম ছিল, কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তারপর ভোটার লিস্ট থেকে অনেকের নাম বাদ গিয়েছে। সেই সময়ের ভোটার লিস্টগুলি আমরা ইন্টারনেট থেকে বের করে রেখেছি, যার যার প্রয়োজন তাদের দেওয়ার জন্য। সেই কথাটাকেই উনি ‘লিঙ্ক করিয়ে দেবেন’ বলতে চেয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘‘আমরা পরিষেবা দিয়ে থাকি, কোনও বেআইনি কাজ করি না। বাংলাদেশি কথাটা না বললেই ভাল হত। মুখ ফসকে উনি বলে ফেলেছেন।’’ যদিও এ বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘বেআইনি কাজ করার জন্য মুখিয়ে বসে রয়েছে তৃণমূল। শুধু টাকাটা পেলেই হল।’’

পেনশন বৃদ্ধি নিয়ে আর্জি

■ **স্টাফ রিপোর্টার :** প্রাক্তন বিধায়কদের পেনশন বৃদ্ধির পক্ষে আগেই সায় দিয়েছিল বিধানসভার এনটাইটেলমেন্ট কমিটি। কিন্তু এখনও তাতে অর্থ দপ্তরের সায় মেলেনি। চলতি অধিবেশনে আবারও এ নিয়ে প্রাক্তন বিধায়কদের দাবিদাওয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানোর কথা বলেছেন কমিটির চেয়ারম্যান তথা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই এ নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে দরবার করে প্রাক্তন বিধায়কদের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। তার প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবটা জানানোর কথা বলেন অধ্যক্ষ। তিনিও প্রাক্তন বিধায়কদের দাবিদাওয়া ন্যায্য বলেই জানান। আগামী ৪ ডিসেম্বর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন। ওই দিনই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে অধ্যক্ষের আলোচনা হতে পারে। বর্তমানে প্রাক্তন বিধায়করা পেনশন পান ৮ হাজার টাকা। দুবার বা তার বেশি সময়ের বিধায়ক হলে পেনশন পান ১২ হাজার টাকা। তার সঙ্গে প্রত্যেকেই চিকিৎসা বাবদ খরচ পান ৬ হাজার টাকা করে। এনটাইটেলমেন্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক বিধায়ক যা পেনশন পেতেন, তার দ্বিগুণ পেনশন পাওয়ার কথা। চিকিৎসার খরচ হিসাবে পাওয়ার কথা ১০ হাজার টাকা। ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে রয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিএম, কংগ্রেস-সহ মোট ১০৪ জন প্রাক্তন বিধায়ক। ১০৫ বছর বয়সি এক প্রাক্তন বিধায়ক সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। তবে এ নিয়ে আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

● **সূর্য-বন্দি** কুয়াশা ঢাকা ভোরে সানরাইজের ছবি মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি। শুক্রবার ময়দানে ছবিটি তুলেছেন সায়ন্তন ঘোষ।

ফের হুমকি বিধায়কের

ঘরছাড়ারা না ফিরলে করিম যাবেন না অধিবেশনে

স্টাফ রিপোর্টার, রায়গঞ্জ: বেসুরো করিমকে বাগে আনা যাচ্ছেই না। এবার ঘরছাড়া পরিবারগুলোকে না ফেরানো পর্যন্ত বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দেবেন না বলে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে কার্যত প্রশাসনকে পরোক্ষভাবে চাপে রাখার কৌশল নিলেন শাসক দলের বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরি। শুক্রবার উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর শহরের মেলারমাঠের বাসভবনে সাংবাদিকদের ডেকে আবদুল করিম চৌধুরি বলেন, ‘‘২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিচ্ছি না। সন্ত্রাসের ভয়ে পাটাগোড়ায় এক পরিবারের সদস্যরা অনেক মাস ধরে ঘরছাড়া। বাড়ি ফেরানোর ব্যাপারে এসডিওকে বারবার বলেছি, কিন্তু এখনও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আমি ইসলামপুরের বিধায়ক। কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। আমি শুধুই বিধায়ক হয়ে আছি। আর সব ক্ষমতা দলের জেলার সভাপতি কানাইয়ালালের। এখানকার বাসিন্দারা ঘরছাড়া হয়ে কষ্টে থাকবে, আর আমি কলকাতায় বিধানসভায় যাব, এটা সম্ভব নয়। তাই প্রশাসন ঘরছাড়াদের না ফেরানোর পর্যন্ত, আমি ইসলামপুরেই থাকব।’’ ইসলামপুরের এগারোবারের বিধায়ক আরও বলেন, ‘‘এই সময়ের মধ্যে পরিবার ঘরে যদি ফিরতে পারেন, তাহলে ৮ কিংবা ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিধানসভা চলবে, সেই সময় বিধানসভায় যোগ দেব।’’ এই ঘটনায় বিপাকে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। বস্তুত, জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে স্থানীয় নেতাদের ভয়ে প্রায় তিনবছর ধরে ইসলামপুরের পাটাগোড়ার এক রাজবংশী পরিবার ঘরছাড়া হয়ে রয়েছে বলে দাবি করেন স্বয়ং বিধায়ক। প্রায় ৫৫ বছরের ওই বিধায়কের সাফ কথা, ‘‘সমাধানের জন্য ইসলামপুর মহকুমাশাসক আগামী সাত দিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে কথা দিয়েছেন। তাই অপেক্ষা করছি, সেই পরিবার সুবিচার পেলেই বিধানসভায় যেতে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।’’ তবে এ ব্যাপারে ইসলামপুর মহকুমাশাসক আবদুল শাহিদ বলেন, ‘‘আলোচনা করেই সমাধানের চেষ্টা চলছে।’’

চোখের সামনে খুন দেখল ত্রস্ত চিৎপুর, পুলিশের জালে ২

স্টাফ রিপোর্টার : চুরির মাল বিক্রির টাকার ভাগ নিয়ে বচসার জের। সকালে প্রকাশ্যে রাস্তার উপর এক যুবককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে, গলা কেটে খুন করল আততায়ী। রাস্তার উপর যুবক পড়ে থাকা সত্ত্বেও প্রথমে দুই ‘খুনি’র মারমুখী চেহারা দেখে এলাকার বাসিন্দারা আঁতকে উঠলেও আতঙ্কে এগিয়ে যাননি কেউ। সেই সুযোগে রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত যুবকের মৃত্যু নিশ্চিত করতে প্রচণ্ড আক্রোশে তাঁর গলায় কাটারির মতো ধারালো অস্ত্র দিয়ে পরপর দুবার ফের কোপ বসায় সে। খুনের পর নির্বিকার চিত্তে হেঁটেই চলে যায় দুই ‘খুনি’। শুক্রবার সকালে উত্তর কলকাতার চিৎপুরে ঘটে এই খুনের ঘটনাটি। পুলিশের দাবি, নিহত যুবক ও দুই অভিযুক্ত চুরির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত এবং মাদকাসক্ত। এই ঘটনায় চিৎপুর থানার পুলিশ শিবু রাই ওরফে থাপা ও সোনু মল্লিক ওরফে ভুতুয়াকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে শিবু কুপিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবকের নাম শেখ দুলারা (২৯)। এদিন সকালে তাঁকে অন্য দুই যুবকের সঙ্গে চিৎপুর এলাকার কৃষ্ণলাল দাস রোড ধরে হাঁটতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, দুলারার সঙ্গে দুজনের বচসা চলছিল। হঠাৎই নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এর পরই সঙ্গী এক যুবক দুলারার উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। তাঁর গলার কাছে কোপাতে থাকে। তাঁর গলা কেটেও দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছটফট করত থাকেন ওই যুবক। কিছুপুর এগিয়ে গিয়ে ফিরে এসে ফের তাঁর গলায় কোপ দেয় সে। দুই অভিযুক্ত হেঁটেই চলে যায়। এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। এলাকার এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, খুনিদের এলাকার অনেকেই চেনেন। তাই তারা সবার চোখের সামনে কুপিয়ে চলে গেলেও কেউ ভয়ে এগিয়ে আসেননি। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে আগেও অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ জেনেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কাশীপুরের বিদ্যুৎ সংস্থার গোডাউনে লোহার জিনিস চুরি করেন দুলারা। তিনি সেটি বিক্রি করার সময় দুই আততায়ীর সঙ্গে দেখা হয়। তারা দুলারার কাছ থেকে টাকার ভাগ চায়। দুলারা তাদের চাহিদামতো টাকা দিতে না চাওয়ায় গোলমাল শুরু হয়। মাদকাসক্ত অবস্থায় শুরু হয় বচসা। আক্রোশ এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, প্রকাশ্যে রাস্তার উপরই কোপাতে শুরু করে সে। ঘটনার পর প্রথমে পুলিশ শিবুকে গ্রেপ্তার করে। এর পর ধরা পড়ে সোনু। পুলিশের দাবি, চিৎপুর রেল ইয়ার্ড চত্বরে কিছু জায়গা আছে, যেখানে মাদক গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মাদকের কেনাবেচাও চলে সেখানে। এই মাদকাসক্তরা চুরি, ছিনতাইয়ের মতো বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। ধৃতদের জেরা করে এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। চিৎপুরে শুক্রবার সকালে।

■ **পুলিশের দাবি, নিহত যুবক ও দুই অভিযুক্ত চুরির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত এবং মাদকাসক্ত।**

রক্তশূন্য ফুসফুস অস্ত্রোপচারে জীবন পেল এসএসকেএমে

স্টাফ রিপোর্টার : দুটি ফসফুসের একটি রক্তশূন্য। অপরটির ধমনির এক তৃতীয়াংশ রক্ত জমে আছে। রিষড়ার বাসিন্দা চল্লিশ বছরের প্রভাসকুমার সিংয়ের বুকের ছবি দেখে চমকে উঠেছিলেন এসএসকেএমের আউটডোরের চিকিৎসক। বাড়ি থেকে হাসপাতাল আসতে অন্তত চার-পাঁচবার হার্ট ফেল করেছিল। এমন অবস্থা থেকে রোগীকে ফিরিয়ে আনার কাজ করল এসএসকেএম হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত প্রভাসকুমার সিংয়ের কিছুদিন আগে ডেঙ্গু হয়েছিল। ডেঙ্গু সেরে গিয়েছে। কিন্তু শরীর আর সারছে না। মৃদু শ্বাসকষ্ট ছিলই। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই হাঁটাচলা করতে কষ্ট হচ্ছিল। প্রথমে পাড়ার চিকিৎসকের কাছে, কিন্তু সুস্থ না হওয়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এসএসকেএমের আউটডোর থেকে সোজা ওটি। সেখান থেকে ভেন্টিলেশন, এবং শুক্রবার ভেন্টিলেশন কাটিয়ে বেডে ফিরে এলেন। নতুন করে জীবন ফিরে পেলেন প্রভাস। হাসপাতালের চিকিৎসকদের কথায়, অত্যন্ত বিরল এই অসুখে রোগীর বারবার হার্ট ফেলিওর হয়। যেমনটা এই রোগীর হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এবং জটিল অস্ত্রোপচার করে ফুসফুসের ধমনি থেকে একটা একটা করে জমাট রক্ত বের করা হয়েছে। আবার একই সঙ্গে কৃত্রিমভাবে রক্তসঞ্চালনও চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। পিজির কার্ডিওভাসকুলার সার্জারির চিকিৎসকদের কথায়, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই রোগীকে বাড়ি পাঠানো হবে। এই বিভাগের চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. শুভেন্দু মহাপাত্রর কথায়, সিটি পালমোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে দেখা গিয়েছে বাঁদিকের ফুসফুস পুরোটাই ব্লক হয়েছিল। যাকে বলা হয় ক্রনিক থ্রম্বো-অ্যাম্বোলিক পালমোনারি হাইপারটেনশন। যার ফলে ফুসফুসের ওই দিকটায় রক্তই ছিল না, আর ঠিক এই জন্যই পাশের ফুসফুসের অলিন্দেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তাই ঝুঁকি নিতেই হল। শতকরা ২৫-৩০ শতাংশ রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। কার্ডিয়াক অ্যানাস্থেটিস্ট ডা.সন্দীপ কর ও বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. চৈতালি সেনও অপারেশনের সময় ছিলেন। হার্ট-লাং যন্ত্রের সাহায্যে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে সাময়িকভাবে থামিয়ে রাখা হয়েছিল। রক্তের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে আনা হয়। যাতে আচমকা হৃদরোগ না হয়। এমনকী, ভেন্টিলেশনেও সব যন্ত্র ও চিকিৎসক তৈরি ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর মুখে তুড়ি মেরে সুস্থ হয়েছেন প্রভাস। হাসি ফুটেছে চিকিৎসকদের। চিকিৎসকদের কথায়, অস্ত্রোপচারের পর অনেককে একমোতে রাখতে হয়। সেখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভেন্টিলেশন থেকে সোজা বেডে ফিরে আসা অত্যন্ত আশাপ্রদ।

ফের ট্রেন বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের শেষে ফের ভোগান্তি রেলযাত্রীদের। রেল লাইনে কাজের জেরে সপ্তাহান্তে শিয়ালদহ শাখায় বাতিল করা হল একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। শনিবার ও রবিবার শিয়ালদহ মেন ও বনগাঁ শাখায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শনিবার রাত ১১.৩৫ মিনিট থেকে রবিবার সকাল ৭.৩৫ মিনিট পর্যন্ত যে সমস্ত ট্রেন চলে, তার মধ্যে থেকেই কয়েকটি বাতিল থাকবে। শিয়ালদহ মেন ও বনগাঁ শাখায় মোট ২১ জোড়া ট্রেন বাতিল শনি ও রবিবার। যে সব শাখায় ট্রেন বাতিল হবে, সেগুলি হল, শিয়ালদহ থেকে ডানকুনি, বনগাঁ, হাবড়া, হাসনাবাদ, দত্তপুকুর, কল্যাণী সীমান্ত, শান্তিপুর, গেদে, কৃষ্ণনগর, বারাকপুর, নৈহাটি, রানাঘাট। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সকাল ৬.৫০ এর বদলে ৭.৩৫ মিনিটে ছাড়বে। হাজারদুয়ারি কলকাতা থেকে ৬.৫০ এর বদলে সকাল ৮.২০ মিনিটে।

কেওনঝড়ের ঝরনায় ছবি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনা

খোঁজ নেই তারাশঙ্করের

স্টাফ রিপোর্টার : ওড়িশার পুন্ডুল ঝরনাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সেলফি তোলার চেষ্টা করছিলেন দুই ছাত্র। তখনই ঝরনার জলে পা পিছলে পড়ে যান আশুতোষ কলেজের ছাত্র তারাশঙ্কর সরকার। এর পর থেকেই তিনি নিখোঁজ। প্রাথমিক তদন্তের পর ছাত্র নিখোঁজের ব্যাপারে এই ধারণাই ওড়িশা পুলিশের। শুক্রবার এই ব্যাপারে তারাশঙ্করের বন্ধু তথা সহপাঠী নীলাব্জ গুপ্তর বক্তব্যে উঠে এসেছে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশের কাছে নীলাব্জর দাবি, তারাশঙ্করকে বাঁচাতে গিয়েই ঝরনার জলে পড়ে যান তিনি। এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এনডিআরএফ ও ওড়িশা পুলিশ যৌথভাবে ঝরনায় তল্লাশি চালায়। কিন্তু নিখোঁজ ছাত্রের সন্ধান মেলেনি। টানা দু’দিন ধরে তল্লাশির পরও হুগলির আরামবাগের বাসিন্দা প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের ছেলে তারাশঙ্করের সন্ধান না পাওয়ায় উদ্বেগে পরিবারও।

ওড়িশার কেওনঝড়ের ঝরনায় পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজের ছাত্র তারাশঙ্কর সরকার। তাঁর সঙ্গে পড়ে গিয়েও একটি পাথরে আটকে কোনওমতে বেঁচে যান নীলাব্জ। যদিও মাথা ফেটে আহত হন তিনি। গত মঙ্গলবার আশুতোষ কলেজের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাকতোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ৩৮ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ওড়িশার কেওনঝড় ও বারবিলে শিক্ষামূলক ভ্রমণে রওনা হন অধ্যাপকরা। বৃহস্পতিবার ট্রেন ধরার আগে প্রোজেক্টের অংশ হিসাবেই কেওনঝড়ের পুন্ডুল ঝরনায় যান ছাত্রছাত্রীরা। অধ্যাপকরা অন্য গাড়িতে করে সেখানে পৌঁছনোর আগেই ঘটে যায় দুর্ঘটনাটি। এদিন ওড়িশার কেওনঝড় জেলার বোলানি থানায় মিসিং ডায়েরি করে দুই অধ্যাপক পুলিশকে জানান যে, ছবি তুলতে গিয়েই দুই ছাত্র জলে পড়ে যান। বৃহস্পতিবার থেকে এদিন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের হোটেলেই থাকতে বলে পুলিশ। এদিন দুপুরের ট্রেন ধরে তাঁরা সেখান থেকে রওনা দেন। যদিও আহত ছাত্র নীলাব্জকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বোলানি থানার পুলিশ সেখানেই থাকতে বলেছে। রয়েছেন তারাশঙ্করের দাদা অভিষেক সরকার ও অন্য পরিজনরা।

ওড়িশা পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝরনার ধারে পাথরের উপর একজোড়া জুতো উদ্ধার হয়। তারাশঙ্করের দাদা দাবি করেন, ওই জুতো তাঁর ভাইয়ের নয়। শেষ পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় নীলাব্জর ছবি দেখে ওই জুতোজোড়া শনাক্ত হয়। নীলাব্জ জানান, ওই জুতো তাঁরই। ঝরনায় পৌঁছনোর পর প্রথমেই এগিয়ে যান তারাশঙ্কর ও নীলাব্জ। ঝরনার ধারে গিয়ে কিছু সেলফিও তোলেন তাঁরা। বোলানি থানার পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে নীলাব্জ দাবি করেন, তিনি জুতো ও মোজা খুলে ঝরনায় পা ডুবিয়ে বসে ছিলেন। সেই ছবি তিনি বন্ধু তারাশঙ্করকে তুলতে বলেন। তারাশঙ্কর সেই ছবিও তোলেন। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন অন্য এক ছাত্র ও এক ছাত্রী। তারাশঙ্কর তখন নীলাব্জকে বলেন, ঝরনা পিছনে রেখে তাঁরও ছবি তুলতে। দু’জন মিলে সেলফি তোলার পরিকল্পনা করেন। তাই ঝরনার পাশে পাথরের গা ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে নিজের আইফোন থেকে সেলফি তুলতে যান তারাশঙ্কর ও নীলাব্জ। পুলিশের কাছে নীলাব্জর দাবি, জুতো পরা অবস্থায় পা পিছলে ঝরনার জলে পড়ে যান তারাশঙ্কর। ওই মুহূর্তে বন্ধুর হাত ধরে বাঁচাতে গিয়ে নীলাব্জও জলে পড়ে যান। প্রচণ্ড স্রোতে দু’জন মিলে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই ঝরনার কয়েকটি ধাপ। প্রায় ১৫ ফুট লাফিয়ে ঝরনা পড়েছে নিচের সরোবরে। প্রথমে দু’জন হাত ধরে থাকলেও ঝরনা বেয়ে সরোবরে পড়ার সময় তাঁদের হাত ছেড়ে যায়। কোনওমতে সামনে একটি পাথর দেখতে পেয়ে নীলাব্জ তা ধরে ফেললে পাথরের খাঁজে ঢুকে তাঁর মাথা ফেটে যায়। কিন্তু প্রচণ্ড জলের তোড়ে ভেসে যান তারাশঙ্কর। তাঁর দাদা অভিষেক জানান, ভাইয়ের আইফোনের টাওয়ার দেখে তাঁদের ধারণা, ভাই তারাশঙ্কর ভেসে আরও দূরে চলে গিয়েছেন।

কেওনঝড়ের সেই ভ্রমণ স্পট। যেখানে ঘটেছে দুর্ঘটনা।

■ **তারাশঙ্কর নীলাব্জকে বলেন, ঝরনা পিছনে রেখে ছবি তুলতে। দু’জন মিলে সেলফি তোলার পরিকল্পনা করেন। তাই ঝরনার পাশে পাথরের গা ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে সেলফি তুলতে যান তারাশঙ্কর ও নীলাব্জ।**

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দফতর আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হস্তশিল্প মেলার উদ্বোধনে দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। রয়েছেন দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ পাণ্ডে। —অরিজিৎ সাহা

সরোজ গুপ্ত ক্যানসার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ৫০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত হল ‘এক স্বর্ণালী সন্ধ্যা’। সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অঞ্জন গুপ্ত, অর্ণব গুপ্ত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ এবং অদিতি মহসীন। কলামন্দিরে শুক্রবার। —শুভাশিস রায়

বিশ্বের দরবারে এলপিজি ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের নেতৃত্ব তুলে ধরলেন সংস্থার ডিরেক্টর (মার্কেটিং) ভি সতীশকুমার। এলপিজি সপ্তাহে রোমে ৩৫তম ওয়ার্ল্ড এলপিজি অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে।

শব্দবাজি রুখতে গাফিলতি, চার পুলিশকর্মীকে শোকজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর : শব্দবাজি রুখতে গাফিলতির অভিযোগে শো-কজ চার পুলিশকর্মীকে। কালীপুজো থেকে ছটপুজো। দেদার শব্দবাজি রুখতে যেমন আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ, এবার চার পুলিশকর্মীকেও শোকজ করে কড়া বার্তা দিল বীরভূম জেলা পুলিশ। উল্লেখ্য, কালীপুজো থেকে ছট, ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি মেলার পরও শান্তিনিকেতনে ডিজের দাপটে অতিষ্ঠ হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতে অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা পুলিশও। শুধু শান্তিনিকেতন নয়, গত কয়েকদিন ধরে জেলাজুড়ে ডিজে বক্সের দৌরাত্ম্যে বোলপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, ইলামবাজার, সিউড়ি-সহ বেশ কয়েকটি ক্লাব সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। এবার জেলার বিভিন্ন থানায় চার জন পুলিশকর্মীকে শোকজ করেছেন জেলা পুলিশ সুপার। সূত্রের খবর শান্তিনিকেতনে থাকা দুই পুলিশ কর্মীর পাশাপাশি সিউড়ি ও বোলপুর থানার দুই পুলিশকর্মীকে শোকজ করা হয়েছে। যদিও জেলা পুলিশের তরফ থেকে এই বিষয়ে মুখে কুলুপ আঁটা হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এখনও চলছে তথ্য সংগ্রহের কাজ। তবে জেলার সব থানাকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী শব্দবিধি মেনেই উৎসব অনুষ্ঠান করতে হবে। কিন্তু কিছু জায়গায় তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া সবে শুরু হল। বিসর্জন বা উৎসব অনুষ্ঠান নয়, শীত পড়তেই চড়ুইভাতি থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রেই পদক্ষেপ নেবে পুলিশ প্রশাসন।’’ তবে পুলিশের এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি ফিরেছে জেলাবাসীর।

এপারের ওষুধে বাঁচার রসদ ওপার বাংলার শিশুর

গৌতম ব্রহ্ম

অনেকটা সিনেমার মতো!

রোগী ওপার বাংলার। আর ওষুধ জোগাড়ের চেষ্টায় প্রাণপাত এপার বাংলার।

বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে বেশ কয়েকবার ট্রাফিক আইন ভেঙে ওষুধ যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছল তখন ঢাকাগামী উড়ান ছাড়ব ছাড়ব করছে।

কিন্তু ওই যে বলে না, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। হলও তাই। হাজারো প্রতিকূলতা পেরিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশের খুদের কাছে পৌঁছল জীবনদায়ী ওষুধ। এপারের চেষ্টায় লড়াইয়ের রসদ পেল ওপাড়ের শৈশব!

সাব অ্যাকিউট স্ক্লেরোজিং প্যানেনসেফালাইটিস (এসএসপিই)। কোটিতে একজনের হয়। অতিবিরল এই জটিল রোগে ভুগছে বাংলাদেশের জারা। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বেডে শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ছ বছরের শিশুটি। তাকে বাঁচানোর জন্য যে জীবনদায়ী ওষুধ প্রয়োজন সেই ইসোপ্রিনোজিন ৫০০ পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে তন্নতন্ন করে খুঁজেও লাভ হয়নি কিছুই। সময়ে ওষুধ না পাওয়া গেলে প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হ্যাম রেডিও মারফত এই বিপদের খবর আসে ভারতে। রাহাত খান, আলি আকবর, কবিরুল সাগররা সাহায্যের কাতর আরজি জানান এপারের বন্ধুদের কাছে। ছোট্ট মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন বাংলার হ্যাম রেডিওর সদস্যরা। হ্যাম রেডিও-র ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ জানিয়েছেন, প্রথমবার চেষ্টায় যে ওষুধ পেলাম তার নাম-ধাম, ছবি পাঠানো হয় ঢাকা মেডিক্যালে। কিন্তু ওখানকার ডাক্তারবাবুরা সাফ জানিয়ে দিলেন, জারার চিকিৎসার জন্য ইসোপ্রিনোজিন ৫০০-ই চাই। চেষ্টা চালিয়ে যান অম্বরিশরা। অবশেষে দিল্লিতে মেলে ওষুধের সন্ধান।

অসুস্থ জারা।

কিন্তু ওষুধ ঢাকা মেডিক্যালে পৌঁছনো যায় কীভাবে?

হ্যাম অপারেটররা বাংলাদেশের উপদূতাবাসের দ্বারস্থ হন। কিন্তু দিল্লি দূতাবাস জানিয়ে দেয় ‘এটা তাদের কাজ নয়’। পরিবর্তে ক্যুরিয়ারে কিংবা ‘সৌহার্দ্য’ বাসের মাধ্যমে ওষুধ বাংলাদেশে পৌঁছনোর কথা বলা হয়। ক্যুরিয়ারে পৌঁছলে ৪ দিন আর সৌহার্দ্য ওষুধ নিয়ে গেলে ১২ ঘণ্টা লাগবে। জারার হাতে অত সময় নেই! বাধ্য হয়ে হ্যাম রেডিওর সদস্যরা বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে শুরু করেন। যোগাযোগ হয় ঢাকাগামী বিমানযাত্রী অহিরুজ্জামানের সঙ্গে। তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হয় সেই জীবনদায়ী ওষুধ। কিন্তু বিমানবন্দরে ওষুধ পৌঁছনোটা ছিল সিনেমার মতো। একের পর এক সিগন্যাল ব্রেক করে দিল্লির ময়ূর বিহারের হ্যাম অপারেটর নগেন্দ্রনাথ জানা যখন বিমানবন্দরে পৌঁছলেন তখন বিমান ছাড়ব ছাড়ব করছে। মোবাইলে একের পর এক ঢুকছে ট্রাফিক আইন ভাঙার এসএমএস। অম্বরিশ জানালেন, ‘‘জরিমানা দিতে সমস্যা নেই। জারার পরিবারের মুখে যে হাসি ফুটেছে, এটাই আনন্দের।’’ আর সেই হাসির ঝিলিকেই যেন আরও উজ্জ্বল ভারত-বাংলাদেশের সম্প্রীতি, মৈত্রীর বন্ধন।

আবার আগামীকাল